29-1-54

রমা ছায়ার

দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ

# মনের ময়ূর

পরিচালনা- সুশীল মজুমদার

শ্রীদুর্গা পিকচার্স রিলিজ

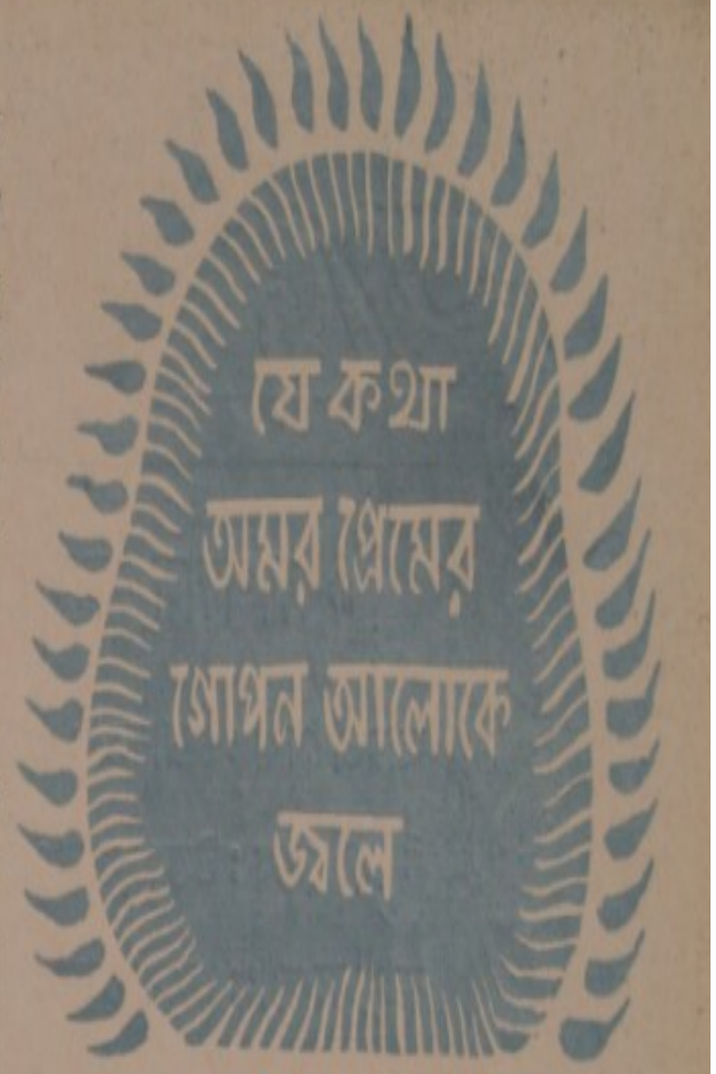

## যে কথা অমর প্রেমের গোপন আলোকে জলে

**'প্রথম প্রেম অভিশপ্ত'**—এ কথা বলে গেছেন সর্বকালের, সর্বদেশের বরেণ্য শিল্পী, সাহিত্যিক আর মনীষীরা। তাইতো জীবনের ইতিহাসে প্রিয়-মিলনের প্রথম স্বপ্ন অকরুণ অভিশাপে ব্যর্থ হয়েছে চিরকাল—অনাদরে বসন্ত ফিরে গেছে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে তার ঐশ্বর্য্য আর অহঙ্কার। কিন্তু মৌনী বিরহীর গোপন অভিসার বন্ধ হয়নি কোনকালে—বিরহাচ্ছন্ন নির্জন পথের গভীর অন্ধকার আর বিরাট স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে মর্ত্তের অপমান মাথায় নিয়ে সে চলেছে চির-সুন্দরের স্বর্গজয়ে।

* * * *

জীবনের ক্ষণ-বসন্তের প্রথম আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল বিনয় আর অনসূয়া—মুগ্ধ তারা, মোহান্ধ তারা—চোখে তাদের রঙের পুলক—মনে মধু-শিহরণ আর প্রকৃতিতে শুধু ফাগুনের গুঞ্জন। অকস্মাৎ ধরা দিল তাদের কাছে অনাহুত এক ভীরু প্রেম। অনাদর তারা করতে পারলোনা তাকে কিছুতেই—হৃদয়-অঞ্জলি থেকে যৌবনের সব কিছু ঐশ্বর্য্য প্রাণের বরণ-ডালায় সাজিয়ে তারা মুগ্ধ-প্রণাম রাখতে চাইলে সেই প্রেম-দেবতার পায়ে—কিন্তু একী? আশীর্ব্বাদ তারা চেয়েছিলো! এ যে অভিশাপ! কেঁপে উঠলো তারা—তাকিয়ে দেখলো তাদের দু'জনকে ঘিরে সমাজের উদ্ধত শাসন এসেছে এগিয়ে—ছিনিয়ে নিতে দু'জনকে দু'জনার কাছ থেকে! সমাজের নিয়ম ভঙ্গ ক'রে কেউ কোনদিন ক্ষমা পায়নি—বিনয় আর অনসূয়াও পেলনা নিষ্ঠুর সমাজের কাছ থেকে একবিন্দু করুণা। নিয়ম তারা ভঙ্গ করেছে—বিনয় কায়স্থ আর অনসূয়া ব্রাহ্মণ—কায়েত—বামুনের গ্রন্থিবন্ধন—এ যে গুরুতর অপরাধ—তাই সে অপরাধের দুঃসহ চরমঅপমান আর কলঙ্ক মাথায় দিয়ে সমাজ তাদের দু'জনকে দু'জনের কাছ থেকে নিল ছিনিয়ে।

* * * *

তারপর? বিরহের গভীর অমানিশিতে ষোলটি বৎসর মৌন তপস্যা নিয়ে কাটালো অনসূয়া—ধূলোয় লুটিয়ে পড়লো তার যৌবনের যতকিছু ঐশ্বর্য্য আর অহঙ্কার। একান্ত ভাবে সে নিজেকে সমর্পন করলো জীবন-দেবতার পায়ে—প্রতিদিন, প্রতিলগ্নে, প্রতিমুহূর্ত্তে অন্ধকার শূণ্য মন্দিরে একাকিনী পূজারিণী নির্ভয়ে তুলে দিয়েছে তার তপস্যার অর্ঘ্য—তারপর? অনসূয়ার অন্তরের যে আকাশ সমাজের উদ্ধত শাসন আর সংস্কারের রাহুগ্রাসে একদিন আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছিল—তা কি অত্যাচার আর অভিশাপের তিমির অন্ধকারে ডুবে গেল? না দীপান্বিতার মতো সহস্র সোনার আলোয় ঝলমল্ করে উঠলো? ষোলটি বৎসরে মৌন তপস্যা নিয়ে সে কি জয় করলো স্বর্গকে? সে কথাই এ ছবিতে।

* * * *

এই সুন্দর মহৎ কাহিনীখানি রচনা করেছেন **স্বনামধন্যা মহিলা সাহিত্যিক প্রতিভা বসু এবং পরিচালনা করেছেন আদর্শবাদী পরিচালক সুশীল মজুমদার। প্রযোজনা করেছেন 'রাত্রির তপস্যা'—খ্যাত প্রযোজক 'রমা ছায়াচিত্র'—মুক্তিলাভ করবে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে'** অচিরেই।

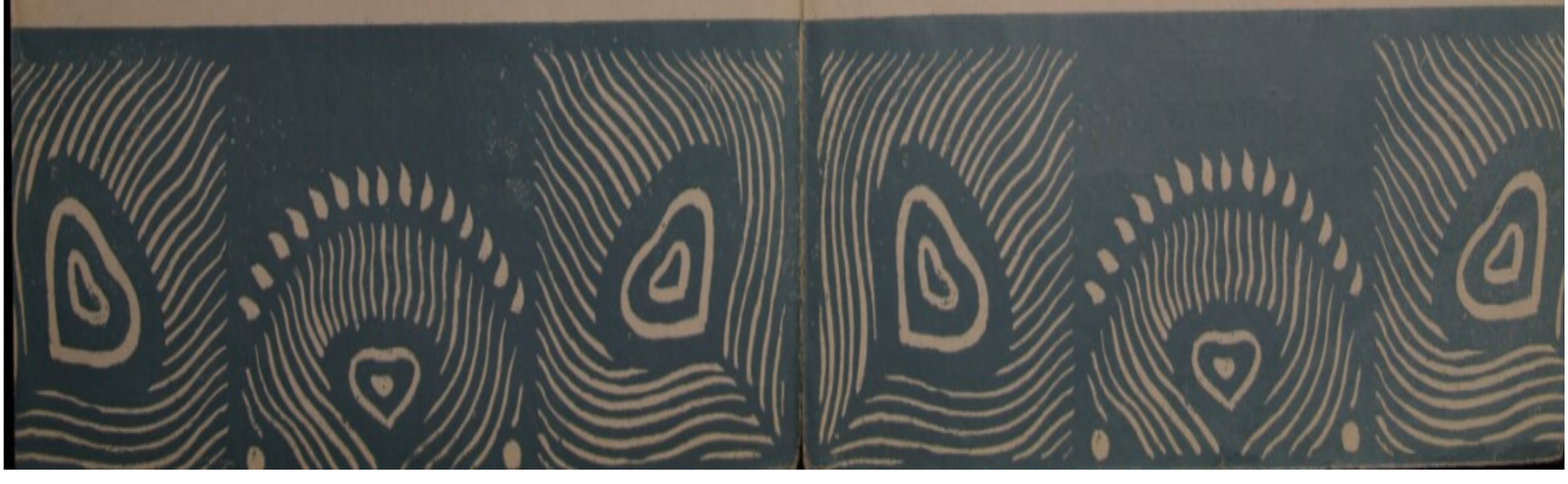

## * রূপদান করেছেন *

ভারতী দেবী : চন্দ্রাবতী : সুপ্রভা মুখার্জ্জি

চপলা ঘোষ : উত্তম কুমার : বিকাশ রায়

কানু বন্দ্যোঃ : তুলসী চক্রঃ : ভানু বন্দ্যোঃ

জহর রায় : নৃপতি চট্টোঃ : অজিত চট্টোঃ

ননী মজুমদার : প্রকাশ চক্রঃ : মাষ্টার বাবুয়া

## * সংগঠনে *

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুশীল মজুমদার

কাহিনী : প্রতিভা বসু

সঙ্গীত : সত্যজিৎ মজুমদার

রবীন্দ্র সঙ্গীত : দ্বিজেন চৌধুরী

চিত্র-শিল্পী : বিশু চক্রবর্ত্তী

শিল্প নির্দ্দেশক : কার্ত্তিক বসু

---

'রমা ছায়া'র পক্ষ থেকে হিরণ্ময় দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রচারিত।

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩